তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৯১

**খুলনা বিভাগে অসহায় জনগণের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ**

ঢাকা, ২০ বৈশাখ (৩ মে) :

 কোভিড-১৯ মোকাবিলার অংশ হিসেবে আজ খুলনা বিভাগের জেলাসমূহে করোনায় কর্মহীন মানুষের মাঝে নগদ অর্থ ও খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

 যশোর জেলায় ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ১ লাখ ৩ হাজার ৬ শত ৫০টি পরিবারের মাঝে ৪ কোটি ৬৬ লাখ ১৯ হাজার ৭ শত টাকার নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়। এছাড়াও ১৯ হাজার ৮ শত ৫০টি পরিবারের মাঝে ৯৯ লাখ ২৫ হাজার টাকার নগদ অর্থ বিতরণ এবং ৩৩৩-এ কল এর মাধ্যমে ১ হাজার ২৬০টি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

 মাগুরা জেলায় আজ ৮ শত ৮৮ পরিবারের প্রত্যেককে ৫ শত টাকার খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া জেলা প্রশাসনের পক্ষ হতে ৬০ পরিবারের প্রত্যেককে ৭ কেজি চাল ও ১ কেজি করে ডাল খাদ্য সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হয়।

 কুষ্টিয়া জেলায় ৬ শত ১৫টি পরিবারের মাঝে নগদ ৬ লাখ ১৩ হাজার ১ শত টাকা এবং ৩৩৩-এ কল এর মাধ্যমে ৫৮টি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়। এছাড়া, মেহেরপুর জেলায় অসহায় জনগণের মাঝে বিতরণের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের অনুকূলে ১ লাখ টাকা প্রেরণ করা হয়েছে।

 নড়াইল জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ২ হাজার ৬ শত ৬৫ জন কর্মহীন শ্রমিকের মাঝে ত্রাণসামগ্রী এবং নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়। ত্রাণসামগ্রীর মধ্যে ছিলো চাল, আলু, ডাল, তেল, সাবান ও মাস্ক। এছাড়াও ৫ শত ৩৫ জনের মাঝে শুকনা খাবার বিতরণ করা হয়।

#

দীপংকর/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৮১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৮৯

**চট্টগ্রাম বিভাগে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে সরকারি ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত**

ঢাকা, ২০ বৈশাখ (৩ মে) :

 চট্টগ্রাম বিভাগে করোনা মহামারির দ্বিতীয় ঢেউয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও কর্মহীন হয়ে পড়া বিভিন্ন প্রান্তিক ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে সরকারের বিভিন্ন ত্রাণ সহায়তা কার্যক্রম পুরোদমে অব্যাহত রয়েছে। চট্টগ্রাম বিভাগের ১১টি জেলায় জিআর নগদ অর্থ সহায়তা, ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা, শিশু খাদ্য ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ নগদ সহায়তা, ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে ত্রাণ সহায়তা প্রভৃতি কর্মসূচির আওতায় গরিব, অসহায়, দুস্থ দিনমজুরসহ হতদরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে এসব ত্রাণ বিতরণ করা হয়।

 চট্টগ্রাম জেলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে কোভিড-১৯ দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলায় জিআর নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ৫ কোটি ৩৫ লাখ ৫০ হাজার টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ১৪ হাজার ২৯২ হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ৮৪ লাখ ৫৮ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার সুফল ভোগ করেছে ৭১ হাজার ৪৬০ জন দুস্থ, কর্মহীন মানুষ। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় এ জেলায় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৮ কোটি ২৩ লাখ ৬৩ হাজার ৯৫০ টাকা। তাছাড়া জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৬৫ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ১৫ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় এ পর্যন্ত ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ৯২৭টি পরিবার।

 কক্সবাজার জেলায় জিআর নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৮৫ লাখ টাকার মধ্যে ৮৯ লাখ ৫৬ হাজার ৩৫০ টাকা এবং ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা হিসেবে বরাদ্দকৃত ৭ কোটি ৮৬ লাখ ২৭ হাজার ১৫০ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ১ কোটি ৪১ লাখ ৫ হাজার ২৫০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার ফলে উপকৃত হয়েছে মোট ১ লাখ ৩৮ হাজার ৬১৭টি প্রান্তিক পরিবার ও ৬ লাখ ১৫ হাজার ৮৩৩ জন মানুষ। তাছাড়া এ জেলায় ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ৫১৭টি পরিবার।

 রাঙ্গামাটি জেলায় জিআর নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৫৭ লাখ ৫০ হাজার টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ১ কোটি ১০ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার ফলে উপকৃত হয়েছে ২২ হাজার পরিবার ও ৮১ হাজার ৭৫০ জন প্রান্তিক কর্মহীন মানুষ। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় জেলায় বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৪১ লাখ ৭৫ হাজার ৯০০ টাকার মধ্যে এ যাবৎ ২১ হাজার ৫০০ পরিবারের মাঝে ৯৬ লাখ ৭৫ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ১০ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ১০ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

 খাগড়াছড়ি জেলায় নগদ অর্থ সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ১৭ লাখ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ১৩ হাজার ৪৮৮টি কর্মহীন পরিবারের মাঝে ৭১ লাখ ৯২ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৪৯ লাখ ২৫ হাজার ১৫০ টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ১২ লাখ ৪৫ হাজার ৪৫০ টাকা ২ হাজার ৭১৩টি হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলাটিতে শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৯ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ৯ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ৭টি পরিবার।

 বান্দরবান জেলায় জিআর নগদ অর্থ সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৮৭ লাখ ৫০ হাজার টাকার মধ্যে ইতোমধ্যে ৫৪ লাখ টাকা ১০ হাজার ৭১৪টি দুস্থ পরিবারের সদস্যদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে জেলাটিতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ২ কোটি ৬৫ লাখ ৮৬ হাজার ৯০০ টাকা যার মধ্যে এ যাবৎ ৭ হাজার ২২৩টি দুস্থ পরিবারের মাঝে ৩২ লাখ ৫০ হাজার ৩৫০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া বান্দরবান জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৭ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ৭ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ৪২টি পরিবার।

 লক্ষ্মীপুর জেলায় করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলায় সরকার কর্তৃক মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় জিআর নগদ খাতে ১ কোটি ৫৪ লাখ ৭০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যার মধ্যে এ যাবৎ বিভিন্ন হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ১ কোটি ৫২ লাখ ৫০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। জেলায় ভিজিএফ সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৩ কোটি ৩৭ লাখ ৭৬ হাজার ৫৫০ টাকার পুরোটাই ইতোমধ্যে দুঃস্থ, অসহায় পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া লক্ষ্মীপুর জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৯ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ১৩ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

 নোয়াখালী জেলায় জিআর নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ২ কোটি ৫৮ লাখ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ১৮ হাজার হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ৯০ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে এ জেলায় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৭ কোটি ৫৪ লাখ ৮৮ হাজার ৮৫০ টাকা যার মধ্যে অদ্যাবধি ৬ হাজার ৬৬৬টি দুঃস্থ পরিবারের মাঝে ২৯ লাখ ৯৯ হাজার ৭০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ৯৪টি পরিবার। তাছাড়া জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৯ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ৯ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

 ফেনী জেলায় জিআর নগদ অর্থ সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ২৭ লাখ টাকার মধ্যে ৬৫ হাজার ২৫০ টাকা ১০০টি দুঃস্থ অসহায় পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলায় ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৬৫ লাখ ৬০ হাজার টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ২ লাখ ৬৫ হাজার ৫০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার সুফল লাভ করেছে ৩৬ হাজার ৮০০টি প্রান্তিক হতদরিদ্র পরিবার। তাছাড়া এ জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় খাতে ৬ লাখ টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

 কুমিল্লা জেলায় জিআর নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ৫ কোটি ৩৮ লাখ টাকার মধ্যে ১ কোটি ১৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা এবং ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৮ কোটি ৬০ লাখ ১৩ হাজার টাকার মধ্যে ৫৯ লাখ ৬৫ হাজার ২০০ টাকা মোট ৩৬ হাজার ১০৬টি দরিদ্র পরিবারের মাঝে এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে। জেলাটিতে শিশু খাদ্য ক্রয়ের জন্য নগদ অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে ৪২ লাখ টাকা। তাছাড়া ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ২ হাজার পরিবার।

 চাঁদপুর জেলায় জিআর নগদ অর্থ সহায়তা খাতে ২ কোটি ৫০ লাখ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে এ পর্যন্ত ২ কোটি ৩৮ লাখ টাকা ৪৭ হাজার ৬০০টি হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে জেলায় ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৪ কোটি ৫৫ লাখ ৫১ হাজার ২৫০ টাকা ১ লাখ ১ হাজার ২২৫টি দুঃস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় খাতে ৮ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় খাতে আরো ৮ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

 ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় জিআর নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ২ কোটি ৯২ লাখ ৫০ হাজার টাকার মধ্যে ১১ লাখ ৭০ হাজার টাকা এবং ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা হিসেবে বরাদ্দকৃত ৬ কোটি ১১ লাখ ১৯ হাজার ৯০০ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ৯২ লাখ ৬৭ হাজার ৩০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার ফলে উপকৃত হয়েছে মোট ২৪ হাজার ৪২৭টি প্রান্তিক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার।

 উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট জেলা তথ্য অফিসারদের মাধ্যমে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিস হতে প্রাপ্ত তথ্যসূত্রে এসব জানা গেছে।

#

ফয়সল/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৮১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৮৫

**ভাষাহীনদের ভাষা আর স্বপ্নহীনদের স্বপ্ন দিক গণমাধ্যম**

 **-- মুক্ত গণমাধ্যম দিবসে তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২০ বৈশাখ (৩ মে) :

 ‘গণমাধ্যমের অপরিসীম শক্তি যার মুখে ভাষা নেই তাকে যেনো ভাষা দিতে পারে, যে স্বপ্ন দেখতে ভুলে গেছে তাকে স্বপ্ন দেখাতে পারে, যার কাছে ক্ষমতা নেই তাকে ক্ষমতাবান করতে পারে’ -বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবসে এ আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

 মুক্ত গণমাধ্যম দিবসে সমাজের অব্যক্তদের পক্ষে যেভাবে গণমাধ্যম কথা বলছে সেটি যেন আরো জোরালো হয়। যারা স্বপ্ন দেখতে ভুলে গেছে তারা গণমাধ্যমের ওপর ভরসা করে যেন স্বপ্ন দেখে।

 আজ দুপুরে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে কবি ও সাংবাদিক মিজান মালিকের ‘মন খারাপের পোস্টার’ কাব্যগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন শেষে মুক্ত গণমাধ্যম দিবস উপলক্ষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে তিনি একথা বলেন।

 ‘বাংলাদেশে গণমাধ্যম যেমন স্বাধীন এবং মুক্তভাবে কাজ করছে, উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য তা অবশ্যই একটি উদাহরণ এবং একইসাথে অনেক উন্নত দেশের তুলনায়ও এদেশের গণমাধ্যম মুক্ত এবং স্বাধীন’ উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, বাংলাদেশে কোনো পত্রিকায় যদি ভুল সংবাদ পরিবেশিত হয়, তার প্রতিবাদ জানালে সংবাদটা যে মাত্রায় পরিবেশিত হয়েছিল প্রতিবাদটা সেই মাত্রায় ছাপানো হয় না। এদেশে ভুল, অসত্য সংবাদ পরিবেশনের জন্য পত্রপত্রিকার কোনো জরিমানা গুনতে হয় না, যেটি উন্নত দেশে গুনতে হয়। উন্নত দেশগুলোতে কোনো ভুল, সংবাদ অসত্য সংবাদ বা কারো ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, হস্তক্ষেপ হয়েছে এমন সংবাদ পরিবেশিত হলে কেউ যখন আইনের আশ্রয় নেন, তাদেরকে জরিমানা গুনতে হয়। এটি বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা না, নিয়মিতই সেটি হয়।’

 তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘২০১১ সালে যুক্তরাজ্যে পৃথিবীর এক সময়কার সবচাইতে বহুল প্রচারিত ইংরেজি দৈনিক নিউজ অব দ্যা ওয়ার্ল্ড -এ একটি অসত্য সংবাদ পরিবেশিত হওয়ার কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে কয়েক বছর আগে বিবিসিতে একজন এমপির বিরুদ্ধে ভুল সংবাদ পরিবেশিত হওয়ার কারণে বিবিসির পুরো টিমকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। আমাদের দেশে এই ধরনের ঘটনা ঘটে না।’

 মুক্ত ও স্বাধীন গণমাধ্যমকে বহুমাত্রিক সমাজের অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘গণমাধ্যমের স্বাধীন বিকাশ ছাড়া গণতান্ত্রিক সমাজের বিকাশ সম্ভবপর নয়, সে বিশ্বাসেই আমাদের সরকারের হাত ধরে দেশে বেসরকারি টেলিভিশন ও বেতারের যাত্রা শুরু হয়েছে, যেটি আগে ছিল না।’

 ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের আওতায় গ্রেপ্তার বিষয়ে দেশি-বিদেশি বেসরকারি সংগঠনের বিরূপ মন্তব্যের জবাবে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘এদেশের ও বিভিন্ন দেশের গণমাধ্যম নিয়ে যে সমস্ত সংগঠন বিবৃতি দেয় তাদের সাথে একমত হবার কারণ নেই। তারা নির্দিষ্ট কিছু জায়গা থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে। আমাদের কাছে বা তথ্য কমিশনের কাছেও কোনো তথ্য চায় না। তাদের ঢালাও মন্তব্য ঠিক নয় এবং আমরা এগুলোর সাথে একমত নই।’

 ড. হাছান বলেন, ‘পৃথিবীতে আগে ডিজিটাল বিষয়টা ছিল না অর্থাৎ ডিজিটাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমও যখন ছিল না, তখন সেখানে নিরাপত্তার জন্য কোনো আইনেরও প্রয়োজন ছিল না। যখন সেটি এসেছে তখন আইনেরও অবশ্যই প্রয়োজন আছে। সেই কারণে বাংলাদেশে ‘ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট’ করা হয়েছে। ভারত-পাকিস্তানসহ পৃথিবীর প্রায় সব উন্নত দেশে এ ধরনের আইন করা হয়েছে।’

 মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডিজিটাল সিকিউরিটির জন্য সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট ২০১৫, ইউরোপীয় ইউনিয়ন একটি সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট ২০১৯ ফ্রেমওয়ার্ক ল’ করেছে, যেটির অধীনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মেম্বার স্টেটরা প্রত্যেকে আবার নিজেরা আইন করেছে। অস্ট্রেলিয়া সাইবার ক্রিমিনাল অ্যাক্ট ২০০১, সিঙ্গাপুর সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট ২০১৮ করা হয়েছে, পাশাপাশি আমাদের পার্শ্ববর্তী ভারত, পাকিস্তান, নেপাল সবদেশেই ডিজিটাল নিরাপত্তা দেয়ার জন্য আইন করা হয়েছে, জানান ড. হাছান।

 মন্ত্রী বলেন, ‘মনে রাখতে হবে, ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট সারাদেশে সব মানুষের ডিজিটাল নিরাপত্তা দেয়ার জন্য। একজন সাংবাদিক, লেখক, কৃষক, গৃহিণী, সাধারণ মানুষ, রিক্সাওয়ালা, চাকরিজীবী, শ্রমিক, রাজনৈতিককর্মী সবারই ডিজিটাল নিরাপত্তা দেয়ার জন্য এই আইন। অনেক সাংবাদিক এই আইনের আশ্রয় নিয়ে মামলা করেছেন। সুতরাং এই আইন যুগের প্রয়োজনে, মানুষের প্রয়োজনে, মানুষের ডিজিটাল নিরাপত্তা দেয়ার জন্য এই আইন। এ আইনের অপপ্রয়োগ যেন না হয়, কোনো সাংবাদিক যেন এই আইনের মাধ্যমে হয়রানির শিকার না হয়, সেটির সাথে আমি অবশ্যই একমত।’

 গণমাধ্যমের ওপর মানুষের আস্থা কমছে কি না ও নানামুখী চাপের বিষয়ে প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘গণমাধ্যমের ওপর বাংলাদেশের মানুষের যথেষ্ট আস্থা আছে, না থাকলে এতো টেলিভিশনও চলতো না, এতোগুলো পত্রিকাও বের হতো না, পাঠকসংখ্যাও বাড়তো না। সম্প্রতি কিছু কিছু ঘটনা গণমাধ্যমে যেভাবে আসার কথা ছিল সেভাবে আসে নাই বিধায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচণ্ড সমালোচনা হচ্ছে। এক্ষেত্রে তো সরকারের পক্ষ থেকে কোনো কিছু বলা হয়নি।’

 আমাদের সম্মিলিত দায়বদ্ধতা আছে, গণমাধ্যম সেই দায়বদ্ধতার জায়গা থেকেই কাজ করে উল্লেখ করে হাছান মাহমুদ বলেন, ‘অর্থ-বিত্ত-বৈভব-শক্তি-ক্ষমতায় যে যতবড় শক্তিশালীই হোক না কেন, সত্য সংবাদ অবশ্যই পরিবেশিত হওয়া প্রয়োজন, সেটি যার বিরুদ্ধেই হোক। একইসাথে গণমাধ্যমের দায়িত্ব শুধু নেতিবাচক সংবাদই প্রচার করা নয়, সমাজের সার্বিক চিত্র পরিস্ফুটন করা। এই করোনা মহামারির মধ্যেও আমাদের অভিযাত্রা থমকে দাঁড়ায়নি -এই সাফল্যের গল্পগুলো গণমাধ্যমে ব্যাপকভাবে আসা প্রয়োজন। তাহলে জাতি আশাবাদী হবে এবং দেশ এগিয়ে যাবে।’

 এর আগে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী কবি ও সাংবাদিক মিজান মালিকের ‘মন খারাপের পোস্টার’ কাব্যগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচনকালে বলেন, মানুষ যখন প্রচণ্ড আত্মকেন্দ্রিক হচ্ছে, কল্পনা হারিয়ে যাচ্ছে, সেসময় কবিতা এবং কবিতার বই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য আমি কবিকে ধন্যবাদ জানাই। মিজান মালিক এখনো তরুণ আছেন। তার হাত দিয়ে আরো অনেক কবিতার বই আমাদের সাহিত্য, আমাদের বাংলা ভাষা পাবে, এটিই আমার প্রত্যাশা।

 ১১০টি কবিতায় সমৃদ্ধ ২৫০ টাকা মূল্যের ‘মন খারাপের পোস্টার’ কাব্যগ্রন্থের বইটি এই সময় পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত।

 কবি ও সাংবাদিক মিজান মালিক, সাংবাদিক সাঈদ আহমেদ, খায়রুল আলম, আশীষ সেন বইটির মোড়ক উন্মোচনে অংশ নেন।

#

আকরাম/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৮১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৮৪

**বরিশাল বিভাগে সরকারের কোভিড-১৯ মোকাবেলায় মানবিক সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত**

ঢাকা, ২০ বৈশাখ (৩ মে) :

 বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন জেলায় সরকারের কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলায় মানবিক সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধকল্পে বিধিনিষেধকালে বিভিন্ন সরকারের ত্রাণসামগ্রী বিতরণ কার্যক্রমের আওতায় পিরোজপুর জেলায় এ পর্যন্ত ১ হাজার ৫০৫ জনকে নগদ ৮ লাখ ২০ হাজার টাকা এবং ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে ৬৩৬ জনকে ২ লাখ ৮৬ হাজার ২০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া এ জেলার সদর উপজেলার সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে জেলা প্রশাসন হতদরিদ্র ৫০০ জনের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেছে। ৫০০ জনকে মোট ৪ হাজার কেজি চাল, ৫০০ কেজি ডাল, ২৫০ কেজি চিনি, ৫০০ প্যাকেট সেমাই, ২৫০ লিটার তেল, ৫০০টি হ্যান্ড স্যানিটাইজার এবং ৫০০ প্যাকেট নুডুলস বিতরণ করা হয়েছে।

 বরগুনা জেলায় এ পর্যন্ত ২৭ হাজার ২৭ জনকে নগদ ১ কোটি ২৬ লাখ টাকা এবং ১ লাখ ৩০ হাজার ১২২ জনকে ৫ কোটি ৮৫ লাখ ৫৪ হাজার ৯০০ টাকা ভিজিএফ (আর্থিক সহায়তা) প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ৩৩৩ এ কলের মাধ্যমে ৭ জনকে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

 ঝালকাঠি জেলায় এ পর্যন্ত ১ হাজার ৮৯৯ পরিবারের মাঝে নগদ ৭ লাখ ৭৯ হাজার ৯৫০ টাকা এবং ৩৩৩ এ কলের মাধ্যমে ১০ জনকে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

 ভোলা জেলায় এ পর্যন্ত ৫২৩টি পরিবারকে নগদ ৩ লাখ ৮৫ হাজার টাকা এবং ৩৩৩ এ কলের মাধ্যমে ১০১ জনকে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

 পটুয়াখালী জেলায় এ পর্যন্ত ৩ লাখ ১৫ হাজার ১৩৭টি পরিবারকে ১৪ কোটি ১৮ লাখ ১১ হাজার ৬৫০ টাকা ভিজিএফ (আর্থিক সহায়তা) এবং ৩৩৩ এ কলের মাধ্যমে ১৫ জনকে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

 জেলাসমূহের জেলা তথ্য অফিস এবং জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়ের প্রতিবেদনে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

#

জাহাঙ্গীর/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৮১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৮৩

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২০ বৈশাখ (৩ মে) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৯ হাজার ৪৩১ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ৭৩৯ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৭ লাখ ৬৩ হাজার ৬৮২ জন।

 গত ২৪ ঘণ্টায় ৬৫জন-সহ এ পর্যন্ত ১২ হাজার ৬৪৪ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৬ লাখ ৯১ হাজার ১৬২ জন।

#

দলিল/মাসুম/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৭৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৮২

**করোনা সংকটে প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিতে কাজ করে যাচ্ছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়**

ঢাকা, ১৯ বৈশাখ (২ মে) :

 করোনা সংকটে দেশের আপামর জনসাধারণের প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিতকরণে কাজ করে যাচ্ছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। এ সময় জনগণের পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ভোক্তা পর্যায়ে প্রাণিজ আমিষ সরবরাহ অত্যন্ত জরুরি। এটি বিবেচনায় রেখে করোনা পরিস্থিতিতে সরকার ঘোষিত বিধি-নিষেধ চলাকালেও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এই খাতের উৎপাদন, পরিবহণ, সরবরাহ ও বিপণন অব্যাহত রাখতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিরা দপ্তরে ও কর্মস্থলে সার্বক্ষণিক উপস্থিত থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

 করোনা পরিস্থিতিতেও মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় অধীনস্থ বিভিন্ন অধিদপ্তরের উদ্যোগে হাঁস-মুরগি, গবাদিপশু, মাছের পোনা, মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, প্রাণিজাত পণ্য, মৎস্য ও পশু খাদ্যসহ এ ধরণের খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণ, কৃত্রিম প্রজনন এবং পশু চিকিৎসায় ব্যবহৃত ঔষধ-সরঞ্জামাদির অবাধ উৎপাদন, পরিবহণ ও সরবরাহ এবং বিপণন অব্যাহত রাখা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে ন্যায্যমূল্যে মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ও দুগ্ধজাত পণ্যের ভ্রাম্যমান বিক্রয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছেন। এতে একদিকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের খামারিরা যেমন ন্যায্যমূল্যে উৎপাদিত পণ্য সহজে বিপণন করতে পারছেন, অন্যদিকে ভোক্তারা চলমান বিধি-নিষেধের মধ্যেও চাহিদা অনুযায়ী মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ও দুগ্ধজাত পণ্য সহজে ক্রয় করে তাদের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ করতে পারছেন।

 করোনায় চলমান বিধি-নিষেধের মধ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের উৎপাদন, পরিবহণ, সরবরাহ ও বিপণনজনিত উদ্ভুত সমস্যা সমাধান ও সারাদেশে ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরে একটি ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে আরেকটি কন্ট্রোল রুম কাজ করেছে। কন্ট্রোল রুম থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী গতকাল দেশের ৬৪টি জেলায় ৭২০ টি ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় কেন্দ্র পরিচালনা করে ১ লক্ষ ১৯ হাজার ৫৬৮ লিটার দুধ, ৮ লক্ষ ৪৮ হাজার ৮০১ টি ডিম, ৫ হাজার ৯৩৪ কেজি গরুর মাংস, ১ হাজার ১৪০ কেজি খাসির মাংস, ৭৫ হাজার ৭২৬ কেজি মুরগি এবং ১৬১ মে. টন মাছ এবং অন্যান্য দুগ্ধজাত পণ্য বিক্রয় করা হয়েছে। যার আর্থিক মূল্য ৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা।

 করোনা পরিস্থিতিতে সারাদেশে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের উৎপাদন, পরিবহণ, সরবরাহ ও বিপণন সংক্রান্ত কার্যক্রম নিয়মিত তদারকি ও বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা প্রদান করছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সচিব রওনক মাহমুদ। এছাড়াও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন জেলায় সার্বক্ষণিক মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম মনিটরিং করছেন।

#

ইফতেখার/পরীক্ষিৎ/সুবর্ণা/শামীম/২০২১/১৫৫৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৮১

**প্রধানমন্ত্রী সবসময় জনগণের কথা চিন্তা করেন**

প্রধানমন্ত্রীর উপহার বিতরণকালে পরিবেশমন্ত্রী

ঢাকা, ১৯ বৈশাখ (২ মে) :

 পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন বলেছেন, দেশের মানুষ যাতে করোনাভাইরাস এর কারণে ক্ষতিগ্রস্থ না হয়, মানুষ যাতে অসহায় না হয়ে পড়েন এবং মানুষের যেন খাদ্যের অভাব না হয় এবিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সব সময় চিন্তা করেন। তিনি বলেন, করোনাভাইরাসের কারণে বিশ্বে অর্থনৈতিক স্থবিরতা নেমে আসলেও সরকার কোভিড নিয়ন্ত্রণে অনেকাংশে সফল হয়েছে। সরকারের এ উদ্যোগের ফলে দেশে করোনা আক্রান্তের হার নেমে এসেছে।

 আজ মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে করোনাভাইরাসে ক্ষতিগ্রস্থ এবং পবিত্র ইদুল ফিতর উপলক্ষ্যে অসহায় পরিবারের জন্য প্রধানমন্ত্রীর উপহার বিতরণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঢাকায় বাসভবন হতে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 পরিবেশমন্ত্রী বলেন, কৃষকগণ যাতে উৎপাদিত ধানের ন্যায্য মূল্য পায়,  বঞ্চিত বা প্রতারিত না হয় সে দিকে আমাদের সবাইকে খেয়াল রাখতে হবে। মন্ত্রী বলেন, করোনাভাইরাসের মহামারিকালে সবাইকে মাস্ক পরিধান, নিয়মিত হাত ধোয়া এবং সামাজিক দুরত্ব মেনে চলাসহ সকল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে।

 সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বড়লেখা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সোয়েব আহমদ, বড়লেখা উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ তাজ উদ্দিন, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মোঃ উবায়েদ উল্লাহ খান।

 উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে বরাদ্দকৃত করোনাভাইরাসে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের জন্য এবং পবিত্র ইদুল ফিতর উপলক্ষ্যে অসহায় পরিবারের জন্য বড়লেখা উপজেলার ১০টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভার জন্য জন প্রতি ৫০০ টাকা ও ৪৫০ টাকা হারে ১৬ হাজার ৭০৮টি পরিবারকে মোট ৭৭ লাখ ৮৩ হাজার ৬০০ টাকা বিতরণ করা হয় ।

#

দীপংকর/পরীক্ষিৎ/সুবর্ণা/শামীম/২০২১/১৫৩৭ ঘণ্টা